রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ
বাড়ি নং-১৯, সড়ক নং-১/বি
সেক্টর নং-৯, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

স্মারক নং-২৭.২৬.০০০০.০০১.৪৫.০০১.১৯.৩২

তারিখঃ ০২ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৬ জুন ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

পরিপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy of Bangladesh)" এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নাগরিকদেরকে এমন একটি Governance তথা Good Governance বা সুশাসন পদ্ধতি উপহার দেয়া, যা নাগরিকদের মাঝে বিশ্বাস/আস্থা সৃষ্টি করতে পারে। এক কথায় রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজ-এ সুশাসন (Good Governence) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুখী-সমৃদ্ধ "সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় (Commitment for Golden Bengal)"-এ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা এবং এসবে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy of Bangladesh)"-এর মূল লক্ষ্য। কারন **শুদ্ধাচার হচ্ছে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরনগত উৎকর্ষ এবং সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদন্ড, প্রথা ও রীতি-নীতি'র প্রতি আনুগত্য।**

২। আলোচ্য প্রেক্ষাপটে, ব্যক্তিগত এবং কোম্পানী পর্যায়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অত্র কোম্পানীতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে নিম্নলিখিত বিষয়াদি প্রতিপালনের জন্য এতদ্বারা নির্দেশ প্রদান করা হলো:

২.১. উত্তম চর্চা (Best Practice) -এর বিষয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহনসহ "উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা সহজীকরণ" বিষয়ে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকলল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন।

২.২. কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অংশগ্রহণে নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা ১৯৮২; সরকারি কর্মচারি আচারণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন। অনুরুপ অন্যান্য বিধি/বিধান সম্পর্কে আলোচনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

২.৩. "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy of Bangladesh)" বিষয়ে সদর দপ্তরসহ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ আয়োজন।

২.৪. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন, বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন এবং এসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারীকরণ।।

২.৫. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭ সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে অবহিতকরণ।

২.৬. পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন।

২.৭. সু-শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা'র নীতি অনুসরণ এবং এসব (স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা)-এর জোরদার ও নিশ্চিতকরন।

২.৮. শুদ্ধাচার চর্চায় কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে অধিকতর আগ্রহী করাসহ উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে "শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭" এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৩.৩.২০১৮ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বর স্পষ্টীকরণ পত্র অনুযায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান।

২.৯. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণসহ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১৬/৬/২০১৯

(মো: আবদুস সবুর)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আরপিসিএল।
এবং
সভাপতি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন
বিষয়ক নৈতিকতা কমিটি।

বিতরন (কার্যার্থে) :

১। নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল), আরপিসিএল এবং সদস্য, নৈতিকতা কমিটি।
২। নির্বাহী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) অঃদাঃ আরপিসিএল এবং সদস্য, নৈতিকতা কমিটি।
৩। জেনারেল ম্যানেজার (এইচআর এন্ড এডমিন), আরপিসিএল এবং সদস্য, নৈতিকতা কমিটি।
৪। প্রধান প্রকৌশলী (ওএন্ডএম), আরপিসিএল এবং সদস্য, নৈতিকতা কমিটি।
৫। প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), আরপিসিএল।
৬। কোম্পানী সচিব, আরপিসিএল এবং সদস্য-সচিব, নৈতিকতা কমিটি।
৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্লান্ট ইনচার্জ, ময়মনসিংহ ২১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার ষ্টেশন, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ এবং সদস্য, নৈতিকতা কমিটি।
৮। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্লান্ট ইনচার্জ, গাজীপুর ৫২ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্লান্ট, কড্ডা, গাজীপুর এবং সদস্য, নৈতিকতা কমিটি।
৯। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, গাজীপুর ১০৫ মেঃওঃ এইচএফও ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প।
১০। নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্লান্ট ইনচার্জ, রাউজান ২৫ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্লান্ট, রাউজান, চট্টগ্রাম এবং সদস্য, নৈতিকতা কমিটি।।
১১। অফিস/মাস্টার কপি।